

মৌলবাদীদের হাতে যারা আক্রান্ত-

ফয়েজ আহমদ ॥ হুমায়ুন আজাদকে হত্যা করতে চেয়ে সমগ্র জাতির হৃদয়কে বিদীর্ণ করেছে ভাষায় বর্ণনার অতীত সন্ত্রাসীরা। ধর্মাত্মক একটি শিক্ষিত দল এই জাতীয় হত্যাকে উৎসাহিত করেছে। হুমায়ুন আপন মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কোন কোন মতামতের প্রশ্নে অনেকেই দ্বিমতপোষণ করতে পারেন। এইসব দ্বিমত পোষণকারীরা তাঁরই বন্ধু বা সহযোগী। এখন আর কারও ভাষা নেই কি ভাবে হত্যা প্রচেষ্টাকারীদের ঘৃণা করবে।

এই মর্মান্তিক ঘটনার সূত্র পেতে আমাদের অধিক দূরে যেতে হবে না। ধর্মাত্মক ও মৌলতন্ত্রে বিশ্বাসী এক ধরনের শিক্ষিত ব্যক্তি এই হত্যা প্রচেষ্টায় সাথে যে জড়িত, তা অতীতের ইতিহাস থেকে সহজেই অনুমেয়। দীর্ঘ অতীত কথা বলে। এই জেনারেশন জানে না, দাউদ হায়দার কেন প্রায় ত্রিশ বছর যাবত বিদেশে বসবাস করছেন। তাঁর একটি কবিতা ‘সংবাদে’ প্রকাশিত হবার পর মৌলবাদীরা তাঁকে হত্যার হুমকি দেয় এবং যে কোন সময়ে তিনি মৌলবাদীদের দ্বারা নিহত হতে পারতেন। তাঁকে কয়েক দিন ঢাকায় লুকিয়ে রাখার পর গোপনে বিদেশে জীবন রক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি আর দেশে ফিরতে পারেননি। এখন তিনি বিদেশে বসে যা কিছু পরছেন, লিখছেন। তাঁর কথা এখন ক’জনের মনে আছে? আমরা প্রগতিশীল একজন লেখককে হারিয়েছি। ঢাকায় এখনও তাঁর প্রাণের ভয় রয়ে গেছে।

আমাদের দেশে আরও একজন তৃতীয় লেখক-ব্যক্তিত্ব এই মৌলবাদীদের দ্বারা নাজেহাল হয়েছে, প্রাণভয়ে দেশ ত্যাগ করে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পড়াশোনা করছেন। এই তসলিমা নাসরিনকে ঢাকায় বসবাস করতে দিচ্ছে না মৌলবাদীরা। তাঁকে হত্যার অস্ত্র উঁচিয়ে আছেন তাঁরা। তসলিমা বিতর্কিত লেখক। সাহিত্যে বিতর্ক থাকবে। মৌলবাদীরা তাঁকে কেন প্রকাশে হত্যা করার হুমকি দিচ্ছেন, সে দিকটা আমাদের বিতর্কের প্রয়োজন হলেও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

লেখকের স্বাধীনতা বলতে এখন মনে হয়, আমাদের দেশে কিছু নেই। এখন যেন মৌলবাদীদের মিথ্যা প্রবঞ্চনাপূর্ণ কাল্পনিক কথা আমাদের পাঠ করতে হবে। সাহিত্য সংস্কৃতিতে মৌলবাদের উত্থান এভাবে এ দেশে শুরু হয়েছে। আমরা তাদের শিকার। কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টির আদর্শ ও প্রেরণা থেকে মোল্লাতন্ত্র আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে চায়। আজাদ, দাউদ ও তসলিমা আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের ওপর আক্রমণ আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর হামলা। একটি জাতির প্রাণকেন্দ্রেই তারা হস্তক্ষেপ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে মৌলবাদীদের অবদান আমরা এখনও দেখিনি। ধর্মীয় ও দেশীয় সংস্কৃতি দু’টি পৃথক সত্ত্বা। ধর্ম প্রসারে কোন বাধা রাষ্ট্র বা জনগণ কখনও করেছে, এমন দৃষ্টান্ত নেই। বরং সংবিধানে যার যা ধর্ম সুষ্ঠুভাবে তা পালনের বিধান রয়েছে। কিন্তু বলপূর্বক কারও ওপর ধর্মাত্মতা চাপিয়ে দেয়া যাবে না। এই ধর্মাত্মতার সূত্র ধরেই সাম্প্রদায়িকতার প্রাদুর্ভাব। এরা প্রকৃত পক্ষে সাম্প্রদায়িক শক্তি। গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক আমাদের দেশটিকে অন্ধকার যুগে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

সরকার যদি এই ধর্মাত্মক ও প্রগতি বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে তা হবে জনগণ ও সংবিধানের বিরুদ্ধাচরণ। আমাদের কাছে সরকারের চরিত্র সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। এখনই যদি সরকারী ভূমিকা সুস্পষ্ট না হয়, তবে এক কালে তারাও এই মোল্লাতন্ত্রের ধর্মাত্মতার শিকার হতে বাধ্য।

সরকার এখন ড. আজাদের ওপর বিভৎস আক্রমণের ঘটনাকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। এই প্রচেষ্টা দ্বারা মৌলবাদীদের জনরোষ থেকে রক্ষার চেষ্টা চলছে। তা ছাড়া ড. আজাদের ঘটনাকে দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক পার্টির সাথে সংযুক্ত করে রাজনৈতিক ইস্যুকে অন্য খাতে বাহিত করার চেষ্টা চলছে। অথচ আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, মৌলবাদীদের চেষ্টায় ডা. আজাদকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। এভাবে মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দেয়া রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়।

এর ফলে দেশে রাজনৈতিক উত্তাপ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। ভাড়াটিয়া হত্যাকারী যারা ব্যবহার করে এই হত্যা চেষ্টা চালিয়েছে, তার এক দিন এই সরকারের, নিধনকারী হয়ে ওঠতে পারে।